﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا﴾

অর্থাৎ, মহান আল্লাহ কাউকে সাধ্যের বাহিরে কিছু চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-২৮৬)

فتاوى رابعة

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া

(একাদশ ও দ্বাদশ খন্ড)

حكم المحراب و المنبر

মিহরাব ও মিম্বরের বিধান

রচনায়

আব্‌দে রাসূল

মুফ্‌তী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

খলিফা ঃ খানদানে আ'লা হযরত, ইউ.পি, ভারত

রেজভীয়া দরগাহ্‌ শরীফ, সতরশ্রী, নেত্রকোণা

চেয়ারম্যান ঃ বাংলাদেশ রেজভীয়া তা'লিমুস্‌ সুন্নাহ্‌ বোর্ড ফাউন্ডেশন

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (একাদশ ও দ্বাদশ খন্ড); মিহ্‌রাব ও মিম্বরের বিধান

রচনায় ঃ মুফতী নাজিরুল আমিন রেজভী হানাফী ক্বাদেরী

স্বত্ব ঃ লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ ২ রবিউস সানী, ১৪৩৪ হিজরী
১ ফাল্গুন, ১৪১৯ বাংলা
১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ ইংরেজী

প্রচ্ছদ ও বর্ণবিন্যাস ঃ মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম রেজভী
ও মুহাম্মদ কবির হোসেন রেজভী

মুদ্রণ ঃ তোহফা এন্টারপ্রাইজ, ১০২, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

হাদিয়া ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র

ফরিয়াদে

ইয়া আল্লাহ্!
এ ক্ষুদ্র লেখনির উসিলায়
★ আমার চোখের দৃষ্টি ও ধী-শক্তি দানকারিণী
তাপসী 'মা' হযরত রাবিয়া আখ্তার রেজভী রাহমাতুল্লাহি
আলাইহা ★ আমার পিতা যার লালন স্নেহে আমার অস্তিত্বের বিকাশ,
সুলতানুল ওয়ায়েজিন, পীরে ত্বরিকত, হযরাতুল আল্লামা গাজী আকবর
আলী রেজভী সুন্নী আল-ক্বাদেরী (মাঃ জিঃ আঃ) ★ আমার এ সাধনার
পথে রূহানী নজ্রে করম মঞ্জিল আলে **রাসূল ও আলে** আ'লা হযরত আজিমুল বারাকাত
ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেযা খাঁন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) ও
★ দয়াল নবীজীর মহাব্বতে জান-মাল কুরবান করে আমার
যে সমস্ত ভক্ত-মুরিদিন আজ মুক্তির পথে সংগ্রামরত
তাঁদেরকেসহ সকল ঈমানদার
উম্মতগণকে কবুল করুন।
আমিন!

কৃতজ্ঞতা

এ কিতাব লিখা ও সৌন্দর্য বর্ধনে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন আমার আদরের ফক্বীহে দ্বীন মাওলানা আলমগীর হোসাইন রেজভী, মুফতী আলী শাহ রেজভী ও মাওলানা আহমদ রেজভী প্রমুখ। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে নবীজির উছিলায় পরপারের সকল ঘাটিতে কামিয়াবী দান করুন। আমিন।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

☛ দোয়া ও অভিমত.....০৫

☛ যে কারণে.....০৭

একাদশ খন্ড ঃ মিহরাবের বিধান

মিহরাবের শাব্দিক অর্থ.....০৮

মিহরাবের পারিভাষিক সংজ্ঞা.....০৮

মিহরাব নাম করণের কারণ.....০৯

পবিত্র কুরআন কারীমে মিহরাব শব্দের ব্যবহার.....০৯

পবিত্র হাদীস শরীফে মিহরাবের বর্ণনা.....১০

ফাতাওয়ার কিতাবের আলোকে মিহরাবের বর্ণনা.....১৩

ইমামগণের বর্ণনার আলোকে মিহরাবের বৈধতা.....১৫

ইসলামে সর্বপ্রথম মিহরাব.....১৭

মসজিদে মিহরাব নির্মাণের হিকমত বা উদ্দেশ্য.....১৮

প্রশ্নোত্তর.....১৯

দ্বাদশ খন্ড ঃ মিম্বরের বিধান

মিম্বর শব্দের অর্থ.....২১

মিম্বরের আবিষ্কার.....২১

খতিব কোন সিঁড়িতে দাড়িয়ে খুতবাহ প্রদান করবে.....২৩

☛ দরগাহ শরীফে উদযাপিত অনুষ্ঠানাদি.....২৫

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত, সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** ক্বাদ্দাসা সির্‌রাহুল আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

مجددِ دین وملت سرکارِ اعلیٰحضرت
عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا الحاج الشاہ
امام احمد رضا خاں
فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نبیرۂ اعلیٰحضرت سبحانی میاں
محمد سبحان رضا خاں
سجادہ نشین ومتولی خانقاہِ عالیہ رضویہ وناظمِ اعلیٰ جامعہ منظرِ اسلام رضا نگر محلہ سوداگران بریلی شریف

حجۃ الاسلام مولانا الشاہ محمد حامد رضا خاں رضی اللہ عنہ
مفتی اعظم ہند مولانا الشاہ محمد مصطفےٰ رضا خاں رضی اللہ عنہ
مفسر اعظم ہند مولانا الشاہ محمد ابراہیم رضا خاں رضی اللہ عنہ
قائد ملت مولانا الشاہ محمد ریحان رضا خاں رضی اللہ عنہ

Nabeera-e-Aala Hazrat Shahzadá-e-Rehan-e-Millat, Alhaj MAULANA SUBHAN RAZA KHAN SUBHANI MIAN
Sajjada Nasheen Khanqah-e-Alia, Razvia, Hamidia, Nooria, Jeelania, Rehania Raza Nagar 84, Saudagran, Street, Bareilly-243003 (U.P)

MANAGER
Jamia Razvia
Manzar-e-Islam
Baerilly Shareef

MUTAWALLI
Raza Masjid
Bareilly Shareef

CHIEF EDITOR
Ala Hazrat
Monthly Magazine
Bareilly Shareef

Ref.................................... ٧٨٦/٩٢ Date....................................

محترم جناب مولانا نذیر الامین رضوی صاحب

سلام مسنون

آپ کی خدمات دینیہ سے فقیر قادری مطمئن ہے۔ الحمدللہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج واشاعت میں کوشاں ہیں اور اپنے بیانات اور تصنیفات کے ذریعہ احقاق حق وابطال باطل میں مصروف ہیں۔ دین کے لئے جو آپ کی مساعئ جمیلہ ہیں وہ سرمایۂ دارین ہیں۔ یہاں بھی ان ہی کی برکت سے رب العزت آپ کو عزت واقبال عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی وہی کام آئیں گی۔

فقیر قادری بارگاہ رب الانام میں دعا گو ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور اولیائے کرام سرکار غوث اعظم، امام احمد رضا، سیدی سرکار مفتی اعظم ہند علیہم الرحمۃ والرضوان کی خدمات جلیلہ کے طفیل آپ کی خدمات کو قبول فرما کر دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ نیز آپ کو مزید توفیق خیر کی نعمت سے نوازے۔ آمین یارب العلمین بجاہ سیدالمرسلین علیہ افضل الصلوات والتسلیم۔

فقط دعا گو:

(فقیر قادری سبحان رضا سبحانی غفرلہ)

سجادہ نشین خانقاہ عالیہ رضویہ بریلی شریف یوپی (انڈیا)

١٨ر شوال المکرم ١٤٣٣ھ رمطابق ٦ر ستمبر ٢٠١٢ء

Ph:. 2455624, 3293800, 2475683 (Off) Mob. 9359103539, 9719092786 Fax: 2474627 (0091-581)
E-mail : subhanimian@yahoo.co.in, alahazrat786@rediffmail.com. Website : www.ala-hazrat.org

নবীরায়ে আ'লা হযরত, শাহজাদায়ে রায়হানে মিল্লাত, সাইয়্যেদী, সানাদী, মুরশিদী, হযরতুল হাজ্জ আল্লামা **মাওলানা মুহাম্মদ সুবহান রেযা খাঁন সুবহানী মিয়াঁ** ক্বাদ্দাসা সির্‌রাহুল আযীয

সাজ্জাদানেশীনঃ দরগাহে আ'লা হযরত; নাজেমে আ'লাঃ জামেয়া রেজভীয়া মানজারে ইসলাম; মুতওয়াল্লীঃ রেযা মসজিদ, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি, ভারত; প্রধান সম্পাদকঃ মাহনামায়ে আ'লা হযরত-এর

দোয়া ও অভিমত

স্নেহাশীষ হযরত মাওলানা নাজিরুল আমিন রেজভী সাহেব-এর প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন

আপনার দ্বীনি খেদমতে ফকীর ক্বাদেরী অত্যন্ত আনন্দিত। আলহামদুলিল্লাহ! আপনি মসলকে আ'লা হযরতের ব্যাপক প্রচার-প্রসারে উদ্যমী, স্বীয় ওয়াজ-নসীহত এবং লেখা-লেখির মাধ্যমে সত্যের প্রকাশ ও বাতিলের খন্ডনে নিমগ্ন। দ্বীনের জন্য আপনার এ উত্তম প্রচেষ্টা, তা ইহ ও পরপারের মূলধন। এ ইহজগতেও এরই বরকতে রব্বুল ইজ্জত আপনাকে প্রভূত সম্মান ও সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন এবং পরজগতেও তা কাজে আসবে।

ফক্বীর ক্বাদেরী বারগাহে রাব্বুল আনামে দোয়া করছি, যেন স্বীয় হাবীব পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামার ছদকায় এবং আওলিয়ায়ে কেরাম, সরকার গাউছে আজম, ইমাম আহমদ রেযা, সাইয়্যেদী সরকার মুফতীয়ে আযম হিন্দ (আলাইহিমুর রহমাহ ওয়ার রিদ্বওয়ান)-গণের মহান খেদমতের উসিলায় আপনার খেদমতকে কবুল করে উভয় জাহানে সফলতার মাধ্যম বানিয়ে দিন সাথে প্রভূত কল্যাণকর নেয়ামতে ধন্য করেন। আমিন! ইয়া রাব্বাল আলামিন! বিজাহি সায়্যিদীল মুরসালিন আলাইহি আফদ্বালুস্ সালাতি ওয়াত্ তাসলিম।

ফক্বীর ক্বাদেরী মুহাম্মদ সুবহান রেযা সুবহানী গুফিরালাহু
সাজ্জাদানেশীন, খানকায়ে আলীয়া রেজভীয়া
বেরেলী শরীফ, ভারত।
তারিখঃ ১৮ শাওয়াল, ১৪৩৩ হিজরী
৬ সেপ্টেম্বর, ২০১২ইং, বৃহস্পতিবার

যে কারণে

نحمده و نستعينه و نستغفره و نصلي و نسلم على حبيبنا و نبينا و مولانا محمد و اله و اصحابه اجمعين - اما بعد! فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم -

﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

ইসলামের নিদর্শনাবলীর মধ্যে মসজিদের মিহরাব একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। আর মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন –

﴿وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ﴾

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে নিশ্চয় তা অন্তরের তাক্বওয়ার অন্তর্ভূক্ত।

বর্তমান সময়ে মসজিদ সমূহের এ গুরুত্বপূর্ণ মিহরাব নিয়ে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় দ্বন্দ্ব বিরাজ করছে। মূলতঃ এ সকল দ্বন্দ্ব গবেষণার অভাবেই হয়ে থাকে। তাই নবীর তরিকায় ইসলামী জিন্দেগী করার লক্ষ্যে আদিল্লায়ে আরবাআর আলোকে মিহরাবের বৈধতা ও মিম্বর শরীফের ব্যবহার বিধি সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী তথ্যাবলী বর্ণনা করলাম।

উল্লেখ্য যে, الانسان مركب من الخطاء و النسيان অর্থাৎ মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটির অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং বর্ণিত পুস্তকে কোন সুহৃদয়বান ব্যক্তির নজরে ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে বিশুদ্ধ প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। ইনশাআল্লাহ।

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (একাদশ খন্ড); মিহরাবের বিধান

মিহরাবের শাব্দিক অর্থ

মিহরাব (محراب) শব্দটি حَرْبٌ মূলধাতু থেকে নির্গত। শব্দটি একবচন, বহুবচনে محاريب। অভিধানে এর অনেকগুলো অর্থ লক্ষ্য করা যায়। যা নিম্নে বর্ণিত হল–

* নামাজের জন্য একত্রিত হওয়ার স্থান [১]

* মসজিদ [২]

* আবু উবায়দা বলেন– সভার মূল স্থান বা এর অগ্রভাগ বা এর উত্তম স্থান[৩]

* মজলিসের কেন্দ্রবিন্দু[৪]

* ঘরের মূল অংশ[৫]

* কক্ষ, সম্মানিত স্থান, মসজিদে ইমাম দাড়ানোর স্থান [৬]

* উঁচু জায়গা, মজলিসের মূল অংশ[৭]

* কামড়া, ছোট কক্ষ (قصى), মসজিদে ইমামের স্থান [৮]

* যোদ্ধা, বীর, উঁচু জায়গা, (মসজিদে) ইমাম দাঁড়ানোর জায়গা, মেহরাব, ইবাদতের স্থান, একান্ত কক্ষ, জন সমাবেশ [৯]

* ইমামের দাঁড়ানোর স্থান [১০] প্রভৃতি।

মিহরাবের পারিভাষিক সংজ্ঞা

عَلَامَةُ الْقِبْلَةِ فِيْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَ جَرَتِ الْعَادَةُ اَنْ تَكُوْنَ فِيْ وَسْطِ جِدَارِ الْقِبْلَةِ

অর্থাৎ (মিহরাব হল) মসজিদের দেয়ালে কিবলার চিহ্ন। যা প্রচলিত হয়ে আসছে, (মিহরাব) কিবলার দেয়ালের মধ্যভাগে হওয়া। [১১]

অতএব, কিবলার দিক নির্ণয়ে ও ইমাম সাহেব কাতারের মধ্যখানে দাঁড়ানোর জন্য মসজিদের দেয়ালে যে ছোট কামরা তৈরী করা হয়ে থাকে, প্রচলিত নিয়মে তাকেই মিহরাব বলে।

---

(১) আত তাহযীব
(২) দূররে মানছুর ৫ম খন্ড, পৃ-৬৭৯
(৩) ফাতহুল বারী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-৪৫৮
(৪) আল্ মুফরাদাত লিব রাগেব
(৫) লিসানুল আরব
(৬) রুহুল বায়ান, ৭ম খন্ড, পৃ-২৭১
(৭) মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার, ১ম খন্ড, পৃ-২৪৯
(৮) আল্ মুজামুল ওয়াসীত্ব, পৃ-১৬৫
(৯) আল্ মুজামুল ওয়াফী, পৃ-৮৯৮
(১০) আল-কামুস, ১ম খন্ড, পৃ-৫৫
(১১) তারিখুল মাসাজিদিন আছরিয়্যাহ; মাউসু আতুল ইমারাতিওয়াল আছারি ওয়াল ফুনুনিল ইসলঅমিয়্যাহ

মিহরাব নাম করণের কারণ

❑ 'মসজিদের মিহরাব' কে এ নামে নাম করণ করার কারণ হল– এটা শয়তান এবং নফসের তাড়নার সাথে যুদ্ধ করার স্থান। অথবা এজন্য যে, এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষের উপর এটা আবশ্যক যে, সে পার্থিব কর্মকান্ডের এবং অন্তরের বিক্ষিপ্ত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে।[১২]

❑ অভিধানে সবচেয়ে উঁচু ও উত্তম বৈঠকখানাকে মিহরাব বলে। মসজিদকেও মিহরাব বলা হয়ে থাকে। কেননা, মসজিদ হল শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার স্থান। [১৩]

পবিত্র কুরআন কারীমে মিহরাব শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআন শরীফের ৫টি আয়াতে আল্লাহ পাক মিহরাব শব্দটির আলোচনা করেছেন। যথা–

(১) ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّ كَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾

অর্থাৎ অতঃপর তাঁকে তাঁর রব উত্তমরূপে কবুল করলেন এবং তাঁকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করলেন আর যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে দিলেন। যখন যাকারিয়া তাঁর নিকট মিহরাব তথা নামাজ পড়ার স্থানে যেতেন তখন তাঁর নিকট নতুন রিযক পেতেন। (তখন যাকারিয়া) বললেন, হে মরিয়ম! এটা তোমার নিকট কোথা থেকে আসলো? (মরিয়ম) বললেন– "সেটা আল্লাহর নিকট থেকে।" নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অগণিত রিযক্ব দান করেন। [১৪]

(২) ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَهُوَ قَاۤئِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর ফিরিশতাগণ হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম কে জানিয়ে দিলেন, যখন তিনি মিহরাবে (আপন নামাজের স্থানে) দন্ডায়মান অবস্থায় নামাজ পড়ছিলেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া'র সুসংবাদ দিচ্ছেন। যিনি আল্লাহর বাণীর সত্যায়ন করবেন এবং পৌরষত্ব থাকা সত্বেও নারীদের থেকে দূরে থাকবেন। আর নবী আমার খাস বান্দাহদের থেকেই (হয়ে থাকে)।[১৫]

(১২) তাফসিরে রুহুল বায়ান, ৭ম খন্ড, পৃ-২৭১; আল মুফরাদাত লির রাগেব
(১৩) তাফসিরে মাযহারী, ২য় খন্ড, পৃ-২৩০
(১৪) সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৩৭
(১৫) সূরা আলে ইমরান, আয়াত -৩৯

(৩) ﴿ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰۤى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর যাকারিয়া আলাইহিস সালাম আপন সম্প্রদায়ের নিকট মিহরাব (মসজিদ) থেকে বের হয়ে আসলেন। অতঃপর স্বীয় সম্প্রদায়কে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করার কথা ইংগিত করলেন। [১৬]

(৪) ﴿ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ اِعْمَلُوْۤا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَّقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴾

অর্থাৎ, সুলায়মান নবীর জন্য (জ্বিনরা) নির্মাণ করত মিহরাবসমূহ (বসবাসের ইমারতসমূহ বা আলীশান মসজিদ সমূহ) ও প্রতিমূর্তিসমূহ এবং বড় বড় চৌবাচ্চার সমতূল্য বৃহদাকার পাত্র, আর নোঙ্গর সম্পন্ন ডেগসমূহ নির্মাণ করতো। হে দাউদের সম্প্রদায়ের লোকেরা! কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর আমার বান্দাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। [১৭]

(৫) ﴿ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴾

অর্থাৎ, আর আপার নিকট কি ওই অভিযোগকারীদের খবরও পৌঁছেছে, যখন তারা দেয়াল ডিঙ্গিয়ে দাউদ আলাইহিস সালাম-এর মিহরাবে (মসজিদে) এসেছিল? [১৮]

উপরোক্ত আয়াতে কারীমাসমূহের বিভিন্ন তাফসীরের বর্ণনায় মিহরাব শব্দটি মসজিদে ইমামের স্থানসহ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

পবিত্র হাদীস শরীফে মিহরাবের বর্ণনা

পবিত্র হাদীস গ্রন্থসমূহে মিহরাব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উপস্থাপন করা হল–

(১) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهَا اَحَدٌ قَبْلِيْ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ : جُعِلَتْ لِيَ الْاَرْضُ طُهُوْرًا مَسْجِدًا وَّلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ مَنْ يُّصَلِّيْ حَتّٰى يَبْلُغَ مِحْرَابَهٗ۔

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন যে,

(১৬) সূরা মরিয়ম, আয়াত-১১
(১৭) সূরা সাবা, আয়াত-১৩
(১৮) সূরা সোয়াদ, আয়াত-২১

আমাকে এমন ৫টি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীগণকে দেয়া হয়নি। আমার জন্য জমীনকে পবিত্র এবং মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে আর এমন কোন নবী হননি, যারা নামাজ পড়েননি, (তবে তারা শুধু) মেহরাবেই তথা নির্দিষ্ট ইবাদতের স্থানেই নামাজ পড়তেন। [১৯]

(২) عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ فِيْ وَصْفِ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ..... ثُمَّ نَهَضَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ فِي الْمِحْرَابِ يَعْنِيْ مَوْضِعَ الْمِحْرَابِ-

অর্থাৎ ওয়ায়েল বিন হাজর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওযুর গুণাবলী প্রসংগে বর্ণিত যে.....অতঃপর তিনি মসজিদের দিকে উঠলেন এবং মিহরাবে প্রবেশ করলেন অর্থাৎ, মিহরাবের যান। [২০]

(৩) عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجَرٍ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَضَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ الْمِحْرَابَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ لِلتَّكْبِيْرِ-

অর্থাৎ, ওয়ায়েল বিন হাজর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত ছিলাম যে, তিনি মসজিদের দিকে উঠলেন এবং মিহরাবে প্রবেশ করলেন অতঃপর (নামাজের) তাকবীরের জন্য দুই হাত উত্তোলন করলেন। [২১]

(৪) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلَى خَشَبَةٍ فَلَمَّا بُنِيَ لَهُ مِحْرَابٌ تَقَدَّمَ اِلَيْهِ فَحَنَّتِ الْخَشَبَةُ حَنِيْنَ الْبَعِيْرِ فَوَضَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ-

অর্থাৎ, সাহল বিন সাদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কাষ্টখন্ডের দিকে নামাজ পড়তেন। অতঃপর যখন তাঁর জন্য মিহরাব তৈরী করা হল, তা তার সামনে আনা হল, আর কাষ্টখন্ডটি বড় উষ্ট্রীর ন্যায় করুন স্বরে আওয়াজ করতে লাগল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাত মোবারক এর উপর রাখলেন এতে তা নীরব হয়ে গেল। [২২]

---

(১৯) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস-১৩৪২৬
(২০) মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃ-১৯৭
(২১) আস্ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী
(২২) মাযমাউয যাওয়ায়েদ, ২য় খন্ড, পৃ-৫৮, হাদীস-২২৪০;
মুজামুল কারীর লিততাবারানী, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ-১২৬, হাদীস-৫৭২৬

(৫) حَدَّثَنَا زَيْدٌ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ فِطْرٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا رَجَاءٍ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ-

অর্থাৎ, হযরত যায়দ বিন হুবাব ফিতর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– আমি আবু রাজায়িন নামক সাহাবীকে মিহরাবে নামাজ পড়েত দেখেছি। [২৩]

(৬) أَنَّ اَبَا مَرْيَمَ الْكِنْدِيُّ الصَّحَابِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ صَلّٰى فِيْ مِحْرَابِ دَاوٗدَ-

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আবু মরিয়ম আল কিনদী (যিনি সাহাবী ছিলেন) দাউদ আলাইহিস সালাম এর মিহরাবে নামাজ পড়েছেন। [২৪]

(৭) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ نَافِعٍ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّيْ فِي الطَّاقِ-

অর্থাৎ, আমাদেরকে ওয়াকি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– আমাদেরকে মূসা বিন নাফ' হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমি সাঈদ বিন যুবাইর (নামক সাহাবী) কে মিহরাবে নামাজ পড়তে দেখেছি। [২৫]

(৮) حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُرَيْمُ عَنْ اُمِّ عَمْرٍو الْمُرَادِيَّةِ قَالَتْ رَأَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُّصَلِّيْ فِي الطَّاقِ-

অর্থাৎ, আমাদেরকে আবু বকর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমাদেরকে ইসহাক বিন মনসুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন– আমাদেরকে উম্মে আমর আল মুরাদিয়্যাহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– আমি বারা বিন আযিবকে মিহরাবে নামাজ পড়তে দেখেছি। [২৬]

(৯) عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِيْ عُمْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُّصَلِّيْ فِيْ طَاقِ الْاِمَامِ-

অর্থাৎ, হযরত হাবীব বিন আবি উমরাহ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবাইরকে ইমামের (ইমাম দাঁড়ানোর স্থান) মিহরাবে নামাজ পড়তে দেখেছি। [২৭]

স্মর্তব্য যে, উল্লেখিত হাদীস সমূহের যে হাদীসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মিহরাবের বর্ণনা এসেছে এর দ্বারা মিহরাবে হাকীকী উদ্দেশ্য। আর মিহরাবে হাকীকী হল কিবলার দিকের দেয়ালে মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানের চিহ্ন যা বর্তমান আকৃতির ছিল না।

(২৩) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, ১ম খন্ড, পৃ-৪০৮, ৪০৯
(২৪) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ৭ম খন্ড, পৃ-১১
(২৫) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১ম খন্ড, পৃ-৪০৮, ৪০৯
(২৬) মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ১ম খন্ড, পৃ-৪০৮, ৪০৯
(২৭) মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, ২য় খন্ড, পৃ-৪১২, হাদীস-৩৮৯৮।

ফাতাওয়ার কিতাবের আলোকে মিহরাবের বর্ণনা

(১) فِيْ مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ مِنْ بَابِ الْإِمَامَةِ اَلْاَصَحُّ مَا رَوَى عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ اَنَّهٗ قَالَ أَكْرَهُ لِلْإِمَامِ اَنْ يَّقُوْمَ بَيْنَ السَّارِيْتَيْنِ أَوْزَاوِيَةٍ أَوْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ أَوْ اِلٰى سَارِيَةٍ لِاَنَّهٗ بِخِلَافِ عَمَلِ الْاُمَّةِ اهـ وَ فِيْهِ اَيْضًا السُّنَّةُ اَنْ يَّقُوْمَ الْاِمَامُ اِزَاءَ وَسْطِ الصَّفِّ أَلَا تَرٰى أَنَّ الْمَحَارِيْبَ مَا نُصِبَتِ الْاَوْسَطُ الْمَسَاجِدُ وَهِيَ قَدْ عُيِّنَتْ لِمَقَامِ الْاِمَامِ -

অর্থাৎ, 'মি'রাজুদ্ দিরায়া' নামক গ্রন্থের ইমামাত অধ্যায়ে রয়েছে যে, বিশুদ্ধ বর্ণনা যা ইমাম আযম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নিশ্চয়ই তিনি বলেন– "আমি ইমামের দুই খুঁটির মাঝে দাঁড়ানো অথবা এক কোণে কিংবা মসজিদের একপ্রান্তে বা একটি খুঁটির দিকে দাঁড়ানো অপছন্দ করি। কেননা তা উম্মতের আমলের বিপরীত।" এতে আরো রয়েছে, সুন্নাত হলো ইমাম কাতারের মধ্যখানের সম্মুখভাগে দাঁড়ানো। তোমরা কি দেখনি, নিশ্চয় মিহরাবসমূহ যা মসজিদের মধ্যভাগে স্থাপন করা হয়েছে। আর তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে ইমামের স্থান হিসেবে। [২৮]

(২) وَ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَ يُكْرَهُ اَنْ يَّقُوْمَ فِيْ غَيْرِ الْمِحْرَابِ اِلَّا لِضَرُوْرَةٍ اهـ وَ مُقْتَضَاهُ اَنَّ الْاِمَامَ لَوْ تَرَكَ الْمِحْرَابَ وَقَامَ فِيْ غَيْرِهٖ يُكْرَهُ وَلَوْ كَانَ قِيَامُهٗ وَسْطَ الصَّفِّ لِاَنَّهٗ خِلَافُ عَمَلِ الْاُمَّةِ-

অর্থাৎ, 'তাতারখানিয়া' নামক ফাতাওয়ার কিতাবে রয়েছে যে, কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ইমাম মিহরাব ছেড়ে অন্যত্র দাঁড়ানো মাকরূহ। আর এর মূলকথা হলো– নিশ্চয়ই ইমাম যদি মিহরাব ছেড়ে অন্যত্র দাঁড়ায় তবে তা মাকরূহ হবে যদিও সে কাতারের মধ্যভাগ দাঁড়ায়। কেননা তা উম্মতের আমলের বিপরীত। [২৯]

(৩) قُلْتُ (عَلَّامَةُ شَامِيْ) أَيْ لِاَنَّ الْمِحْرَابَ اِنَّمَا بُنِيَ عَلَامَةً لِمَحَلِّ قِيَامِ الْاِمَامِ لِيَكُوْنَ قِيَامُهٗ وَسْطَ الصَّفِّ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ لَا لِاَنْ يَّقُوْمَ فِيْ دَاخِلِهٖ وَاِنْ كَانَ مِنْ بُقَاعِ الْمَسْجِدِ-

অর্থা, আমি বলি (আল্লামা শামী) মিহরাব ইমাম দাঁড়ানোর স্থান হিসেবে বানানো হয়েছে। যেন ইমামের দাঁড়ানোটা কাতারের মধ্যখানে হয় যেমনটি সুন্নাত

(২৮) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৮
(২৯) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৮; তাতারখানিয়া ১ম খন্ড, পৃ-৫৬৮

(কাতারের মধ্যখানে দাঁড়ানো)। তবে এর (মিহরাবের) ভিতরে যেন প্রবেশ করা না হয়। যদিও তা মসজিদের অন্তর্ভূক্ত হয়। [৩০]

(৪) وَحَكَى الْحُلْوَانِيُّ عَنْ اَبِي اللَّيْثِ لَا يُكْرَهُ قِيَامُ الْاِمَامِ فِي الطَّاقِ عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ بِاَنْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَلَى الْقَوْمِ -

অর্থাৎ, ইমাম হুলুয়ানী আবুল্ লাইছ থেকে বর্ণনা করেন। বিশেষ প্রয়োজনে ইমাম মিহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ হবে না। যেমনটি মুসল্লিদের নিকট যদি মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়। [৩১]

(৫) وَيُكْرَهُ قِيَامُ الْاِمَامِ وَحْدَهٗ فِي الطَّاقِ وَهُوَ الْمِحْرَابُ وَلَا يُكْرَهُ سُجُوْدُهٗ فِيْهِ اِذَا كَانَ قَائِمًا خَارِجَ الْمِحْرَابِ هٰكَذَا فِي التَّبْيِيْنِ وَاِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِمَنْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّقُوْمَ فِي الطَّاقِ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْبُرْهَانِيَّةِ -

অর্থাৎ, ইমাম একাকী তাকে দাঁড়ানো মাকরূহ। আর (তাক) হলো মিহরাব। আর যদি তাঁর সিজদা মিহরাবের ভিতরে হয় এবং ইমাম মিহরাবের বাহিরে দাঁড়ায় তবে মাকরূহ নয়। অনুরূপ তাবয়ীন কিতাবেও রয়েছে। আর যদি ইমামের পিছনে মসজিদের স্থান সংকীর্ণ হয় এ অবস্থায় মিহরাবে দাঁড়ানো মাকরূহ নয়। (ফাতাওয়ায়ে বুরহানী) [৩২]

(৬) في الواقع سنت متوارثہ یہی ہے کہ امام وسط مسجد میں کھڑا ہو اور صف اس طرح ہو کہ امام وسط صف میں رہے محراب کا نشان اسی غرض کے لئے وسط مسجد میں بنایا جاتا ہے اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر امام ایک کنارے کی طرف جھکا ہوا کھڑا ہو تو اگر جماعت زائد ہے فی الحلال امام وسط صف میں نہو گا اور ارشادحدیث توسطوا الامام کا خلاف ہوگا اور اگر ابھی جماعت قلیل ہے تو آئندہ ایسا ہونے کا اندیشہ ہے لا جرم خود امام مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نص ہے کہ گوشہ میں کھڑا ہونا مکروہ ہے کنارہ مسجد میں کھڑا ہونا مکروہ ہے کہ حدیث کا ارشاد ہے امام کو وسط میں رکھو یہ طاق جسے اب عرف میں محراب کہتے ہیں حادث ہے زمانۂ اقدس و زمانۂ خلفائے راشدین

(৩০) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৭
(৩১) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৮
(৩২) আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃ-১০৮

رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں نہ تھا محراب حقیقی و ہی صدر مقام
اس کا مسجد میں قریب حد قبلہ ہے یہ محراب صوری اس کی علامت ہے

অর্থাৎ, মূলতঃ সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা হল ইমাম মসজিদের মধ্যখানে দাঁড়াবে এবং কাতার এরকম হবে যে ইমাম কাতারের মাঝখানে থাকবে। আর মিহরাবের চিহ্ন এ উদ্দেশ্যেই মসজিদের মধ্যখানে বানানো হয়ে থাকে। আর এ মিহরাব দেওয়ার আরেকটি উদ্দেশ্য এও যে, যদি ইমাম (মসজিদের) এক প্রান্তে ঝুঁকে দাড়ায় এবং জামায়াতে লোক সংখ্যা বেড়ে যায় এমতাবস্থায় ইমামের ভাগে দাড়ানো না হলে হাদীসের বাণী توسط الامام (ইমামকে মধ্যবর্তী কর) এর বিপরীত হবে। আর এটা যদিও জামায়াত শুরুর প্রথমাবস্থায় লোকজন কম থাকে, কিন্তু (জামায়াত শুরু হওয়ার) পরতো লোকজনের আসার সম্ভাবনা রয়ে যায়। (অর্থাৎ, মিহরাবের আরো একটি উদ্দেশ্য এই যে, যেন হাদীসের বাণী "ইমামকে মধ্যবর্তী কর" (এর বিপরীত আমল না হয়)। আর নিশ্চয় স্বয়ং মাযহাবের ইমাম সাইয়্যেদুনা ইমাম আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর বক্তব্য যে, কাতারের এক প্রান্তে বা মসজিদের এক কিনারায় (ইমাম) দাড়ানো মাকরূহ। এ হাদীস "ইমামকে মধ্যখানে রাখ" এরই বক্তব্য। আর এ তাক বর্তমানে যাকে মিহরাব বলা হয়। (অর্থাৎ, বর্তমান আকৃতির মিহরাব) এটি পরে আবিস্কৃত হয়েছে। যা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র জামানার এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের (রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমাইন) জামানায় ছিল না। (তবে মিহরাবে হাকীকী তথা মসজিদের কিবলার দেয়াল সম্পৃক্ত মধ্যভাগ মূল মিহরাবে দাড়ানো হুজুর পাকের উল্লেখিত বানী দ্বারাই প্রমাণিত)।

মিহরাবে হাকীকী বলা হয় ঐ সম্মানিত স্থানকে, যা মসজিদের ভিতরে কিবলার সীমানায় রয়েছে। আর মিহরাবে ছুরী (বর্তমান আকৃতির মিহরাব) ঐ মিহরাবেরই (হুজুর পাক ও খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের মিহরাবেরই) চিহ্ন। [৩৩]

ইমামগনের বর্ণনার আলোকে মিহরাবের বৈধতা

(১) وَقَدْ رَوَى عَنْ اَبِىْ حَنِيْفَةَ التَّرْخِيْصُ فِىْ ذَالِكَ-

অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত যে, মিহরাব করা জায়েয রয়েছে। [৩৪]

(৩৩) ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৩৬২
(৩৪) হুকমুস্ সালাতি ফিল মিহরাব বাইনাল জাওয়াজি ওয়াল ইরমিয়া, পৃ-২০

(২) وَقَالَ الْمَنْصُوْرُ بِاللّٰهِ اَنَّهٗ يَجُوْزُ فِيْ جَمِيْعِ الْمَسْجِدِ-

অর্থাৎ, আল মানসুর বিল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই সকল মসজিদে মিহরাব করা বৈধ।[৩৫]

(৩) وَنَقَلَ عَنْ اَحْمَدَ الْمَنْصُوْرِ (تابعى) يَجُوْزُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى: وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ... الحج: ٣٢-

অর্থাৎ, তাবেয়ী আহমাদ আল মানসুর বর্ণনা করেন যে, সাধারণতঃ মিহরাব করা বৈধ। আল্লাহর বাণী– যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী কে সম্মান করে... (হাজ্ব-৩২)।[৩৬]

(৪) ثُمَّ تُعَقِّبُ قَوْلُ الزَّرْكَشِيِ الْمَشْهُوْر: (إِنَّ اِتِّخَاذَهٗ جَائِزٌ لَّا مَكْرُوْهٌ وَلَمْ يَزَلْ عَمَلُ النَّاسِ عَلَيْهِ بِلَا نَكِيْرٍ)-

অর্থাৎ, অতঃপর ইমাম যারাকশীর স্পষ্ট প্রসিদ্ধ রায় হল যে, মিহরাব দেয়া বৈধ, মাকরূহ নয়। মাকরূহ নয় বরং বৈধ হিসেবেই উম্মতের আমল এর থেকে বাদ যায়নি। (উম্মত আমল করে আসছে)।[৩৭]

(৫) اعلي حضرت نے فرمایا–

نباشد جز مباح ازینجاست کہ ایں راسنت نگفتہ اند چوں مکروہ ہم نبود

অর্থাৎ, মিহরাব দেওয়া বৈধ, আর না তা সুন্নাত। (যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মিহরাবে ছুরী ছিল না তা তা তাঁর {সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম} আমলী সুন্নাত নয়)। কিন্তু (মিহরাবে ছুরী বা বর্তমান আকৃতির মিহরাব) মাকরূহ নয়।[৩৮] বরং তিনি অত্র পুস্তকের অন্যত্র বলেন–

زینت کے علاوہ امام کی جگہ پر علامت کے طور پر محراب کا ہونا بہتر ہے

অর্থাৎ, সাজানো ব্যতীত (অত্যাধিক কারুকার্য করা ব্যতীত) ইমাম দাড়ানোর স্থানের চিহ্ন হিসেবে মিহরাব দেয়া উত্তম।[৩৯]

উল্লেখিত কুরআন, হাদীস, ফিক্হসহ ইমামগনের বর্ণনার আলোকে একথা প্রমাণিত হল যে, মিহরাবে ছুরী তথা বর্তমান আকৃতির মিহরাব স্থাপন করা হারাম কিংবা মাকরূহ নয়। বরং তা সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয বা বৈধ।

(৩৫) প্রগুক্ত, পৃ-২০
(৩৬) প্রগুক্ত, পৃ-২১
(৩৭) প্রাগুক্ত, পৃ-২৮
(৩৮) তিজানুস্ সওয়াব কি কিয়ামিল ইমামি ফিল মিহরাব। পৃ-৩০
(৩৯) প্রাগুক্ত, পৃ-২৪

ইসলামে সর্বপ্রথম মিহরাব

মিহরাবের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমতগুলি পাওয়া যায়। যথা–

(১) উল্লেখিত পবিত্র কুরআন শরীফে মিহরাব শব্দের ব্যবহার ও পবিত্র হাদীস শরীফে মিহরাবের বর্ণনা শীর্ষক আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের পূর্বেও মিহরাবের অস্তীত্ব ছিল, আর এ সকল মিহরাব দ্বারা কোথাও মসজিদ, মসজিদের ভিতর ছোট কামরা, নবীগণের নির্দিষ্ট নামাজের স্থান আবার কোথাও মর্যাদাপূর্ণ স্থান বা উঁচু স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

(২) পবিত্র হাদীস শরীফে মিহরাবের বর্ণনা শীর্ষক আলোচনায় ২, ৩ ও ৪ নং হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, হুজুর পাকের সময় ও মিহরাব ছিল এবং নবীজী স্বয়ং মিহরাবে নামাজ পড়েছেন এছাড়াও সাহাবীগণ সম্পর্কেও তা বর্ণিত রয়েছে যে, তারাও মিহরাবে নামাজ পড়েছেন। তবে বিখ্যাত হাদীস বিশারদ ও ইমামগণের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হুজুর পাকের সময় বর্তমান আকৃতির মিহরাব ছিল না। আর এখানে হুজুর পাকের মিহরাব বলতে মিহরাবে হাকীকীতে বুঝানো হয়েছে।

(৩) ইসলামে সর্বপ্রথম বর্তমান আকৃতির মিহরাবের আবিস্কার সম্পর্কে বর্ণিত যে, তা সর্বপ্রথম উসমান যুন্ নুরাইন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু আবিষ্কার করেন। তবে এমতটি অনেক দূর্বল।[৪০] এ ব্যাপারে ইমাম সামহুদী ক্বাদ্দাসা সিররুহু ইয়াহইয়া বিন আবদুল মুহাইমিন বিন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু ইন্তেকাল করলেন তখন মসজিদে নববীতে মিহরাব ও বারান্দা ছিল না বরং মিহরাব এবং মসজিদের বারান্দা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয আবিস্কার করেন। [৪১]

(৪) এ ব্যাপারে আরও একটি মত পাওয়া যায় যে, তা উমাইয়্যা খলিফা ইবনে মারওয়ান ইবনে হাকাম আবিষ্কার করেন। এমতটিও দুর্বল। [৪২]

---

(৪০) আল মাসাজিদু ফিল ইসলাম, শায়খত্ব-হা আল ওয়ালী;
হুকমুস্ সালাতিফিল মিহরাব বাইনাল জাওয়াযওয়াল ইরতিয়াব পৃ-১০
(৪১) হুকমুস্ সালাতিফিল মিহরাব, পৃ-১১;
তিজানুস সওয়াব, পৃ-২৬; ওয়াউল ওয়াফা, ২য় খন্ড, পৃ-৫২৫
(৪২) হুকমুস্ সালাতি ফিল মিহরাব, পৃ-১০

(৫) এ বিষয়ে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হল– হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা ও আমল দ্বারা প্রমাণিত কিবলার দিকের দেয়ালে মসজিদের মধ্যবর্তী স্থানের চিহ্ন মিহরাবে হাকীকীকে সহজভাবে বুঝানোর জন্য যে, যেন প্রতিবারই কিবলা ও মসজিদের মধ্যবর্তী স্থান সনাক্ত করতে সমস্যায় পড়তে না হয়। সেদিকে লক্ষ্য করে মৃত সুন্নাত জিন্দাকারী, দ্বীনের উজ্জ্বল তারকা ও ইসলামের পঞ্চম খলিফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উমাইয়্যা খলিফা ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক এর শাসনামলে ৮৭ মতান্তরে ৮৮ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় মসজীদে নববীতে সর্বপ্রথম মিহরাবে ছুরী তথা বর্তমান আকৃতিগত মিহরাব নির্মাণ করেন। [৪৩]

মসজিদে মিহরাব নির্মাণের হিকমত বা উদ্দেশ্য

(১) ইমাম মসজিদের মধ্যখানে দাড়ানো সুন্নাতে মুতাওয়ারেছা, আর এ স্থান নির্ধারণের জন্যই মিহরাব মসজিদের মধ্যখানে বানানো হয়ে থাকে। [৪৪]

(২) হুজুর পাকের বাণী "ইমামকে মধ্যবর্তী কর" এর উপর আমল করা এবং এ হাদীসের বিপরীত আমল থেকে বাঁচার জন্য মিহরাব তৈরী করা। [৪৫]

(৩) মিহরাব দ্বারা সহজে কিবলার দিক নির্ণয় করা হয়। [৪৬]

(৪) এর দ্বারা নামাজের সময় ইমাম সহজে তাঁর নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতে পারে। [৪৭]

(৫) মিহরাবের দ্বারা যেমনি ভাবে ইমাম তাঁর সঠিক জায়গায় দাঁড়াতে পারে, অনুরূপ এর দ্বারা কিবলার দিক নির্ধারণ সহ মসজিদের ভিতর ও বাহির উভয়দিক থেকে সহজভাবে কিবলার দিক ও মসজিদ সনাক্ত করা যায়। [৪৮]

---

(৪৩) আন্ নুজুমুজ্ জাহেরা ফি মুলুকি মিসরিওয়াল কাহেরা;
হুসনুল মুহা দ্বারা ফি আখবারি মিসরি ওয়াল ক্বাহেরা;
মিরকাত শরহে মিশকাত, ২য় খন্ড, পৃ-৪২০;
ফতাওয়ায়ে রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৪৩৪;
মিরআত শরহে মিশকাত, ১/৪৫৮
(৪৪) রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৩৬২
(৪৫) প্রাগুক্ত, ৩য় খন্ড, পৃ-৩৬২
(৪৬) হুকমুস্ সালেহিন ফিল মিহরাব, পৃ-৯
(৪৭) প্রাগুক্ত, পৃ-৯
(৪৮) নজরে নাজিরী

প্রশ্নোত্তর

(১) আরজ ঃ মিহরাবে নামাজ পড়ার বিধান কি?

জওয়াবঃ ইমাম যদি মসজিদে দাড়ায় এবং তাঁর রুকু সিজদা মিহরাবের ভিতরে হয়, তবে তা জায়েয। [৪৯] আর যদি ইমাম মিহরাবের ভিতরে গিয়ে নামাজ পড়ে, তবে তা মাকরূহ হবে। [৫০] তবে লোকের আধিক্যতার কারণে মসজিদে স্থান সংকুলান না হলে ইমাম মিহরাবের ভিতরেও নামাজ পড়লে বৈধ হবে। [৫১]

(২) আরজ ঃ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মসজিদে মিহরাব ছিল কিনা? যদি না থাকে তা বিদআত নয় কি?

জওয়াব ঃ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মিহরাবে ছুরী তথা বর্তমান আকৃতিগত মিহরাব ছিল না। [৫২] কিন্তু মিহরাবে হাকীকী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়েও বিদ্যমান ছিল। [৫৩] আর মিহরাবে হাকীকীর নির্ধারণ কল্পেই এর বরাবর মিহরাবে ছুরী নির্মাণ করা হয়েছে। [৫৪] কাজেই তা বিদআতে সাইয়্যেয়াহ অর্থাৎ মন্দ বিদআত নয় বরং বিদআতে হাসানা (উত্তম আবিষ্কার)। আর বিদআতে হাসানা কখনো জায়েয, কখনো মুস্তাহাব আবার কখনো ওয়াজিবও হয়ে থাকে। [৫৫] যেমন কুরআনে হরকত দেওয়া বেদআতে ওয়াজিবা। [৫৬]

(৩) আরজ ঃ মসজিদে মিহরাব দেওয়া হারাম বলা যাবে কি?

জওয়াব ঃ মসজিদে মিহরাব দেয়া হারাম নয় বরং তা উত্তম। [৫৭] হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে বর্তমান আকৃতিগত মিহরাব ছিল না বলেই তা হারাম নয়। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে তো মসজিদের বারান্দাও ছিল না। মসজিদের বারান্দা এবং বর্তমান আকৃতির মিহরাব

---

(৪৯) আলমগীরী, ১ম খন্ড, পৃ-১০৮
(৫০) প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃ-১০৮
(৫১) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৮
(৫২) মিরকা, ২য় খন্ড, পৃ-৪২০
(৫৩) মাজমা, ২য় খন্ড, বায়হাকী, কুরবা, রেজভীয়া ৩য় খন্ড, পৃ-৪৩৪
(৫৪) রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৩৫২
(৫৫) জাআল হক, ১ম খন্ড, পৃ-২০৭ (উর্দু)
(৫৬) প্রাগুক্ত ১ম খন্ড, পৃ-২০৯ (উর্দূ)
(৫৭) রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৪৩৪

সর্বপ্রথম আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নির্মাণ করেছেন।[৫৮] মসজিদে মিহরাব দেওয়া যদি হারাম হয়, তবে মসজিদের বারান্দা নির্মাণও হারাম হওয়ার কথা। সুতরাং মসজিদে মিহরাব দেওয়া হারাম বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক।

(৪) আরজ ঃ কেহ কেহ বলে থাকে যে, মিহরাব শব্দের অর্থ অস্ত্র রাখার স্থান বা অস্ত্রাগার। যেহেতু এখন পূর্বের সে সময় নেই যে, মসজিদের মিহরাবে অস্ত্র রেখে জিহাদ করতে হবে। কাজেই বর্তমানে মিহরাবের কি প্রয়োজন?

জওয়াব ঃ মিহরাব শব্দের অর্থ অস্ত্রাগার কিংবা অস্ত্র রাখার স্থান নয়। এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ অত্র পুস্তকের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে। আর অন্যদিকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়ে বর্তমান আকৃতির মিহরাব ছিল না। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় অস্ত্রাগার হিসেবে মিহরাব ব্যবহার হয়েছে কথাটি অবাস্তব। আর যেহেতু বর্তমান আকৃতির মিহরাবের উপর আইম্মায়ে উম্মতের আমল রয়েছে। কাজেই এর প্রয়োজনীয়তা ও রয়েছে। [৫৯]

(৫) আরজ ঃ মিহরাব মসজিদের অংশ কি না?

জওয়াব ঃ হ্যাঁ, মিহরাব মসজিদের অংশ। [৬০] বরং "মিহরাব মসজিদের অন্তর্ভূক্ত নয়" একথাটি কতেক দেওবন্দী মুফতীদের বক্তব্য। [৬১] এ ব্যাপারে স্বয়ং আলা হযরত নিজেও মিহরাবকে মসজিদের অন্তর্ভূক্ত বলে ফাতাওয়ায়ে শামী থেকে দলীল পেশ করেছেন। [৬২]

---

(৫৮) হুকমুস্ সালাতিফিল মিহরাব, পৃ-১১; ওফাউল ওয়াফা, ২/৫২৫
(৫৯) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৮
(৬০) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৪৭৭
(৬১) রেজভীয়া, ২য় খন্ড, পৃ-৪১২
(৬২) রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৪৩৫

ফাতাওয়ায়ে রাবিয়া (দ্বাদশ খন্ড); মিম্বরের বিধান

منبر (মিম্বর) শব্দের অর্থ

منبر শব্দটি نبر মূলধাতু হতে উৎপত্তি হয়েছে। যার অর্থ– الارتفاع (উঁচু করা) প্রভৃতি। পরিভাষায়, ইমাম যে স্থানে খুৎবাহ প্রদান করেন তাকে মিম্বর বলে। [১]

মিম্বরের আবিষ্কার

হাদীস শরীফে রয়েছে–

حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ اَنَّ رِجَالًا اَتَوْا سَهَلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَ قَدْ اِمْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عَوْدُهٗ فَسَأَلُوْهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ وَ اللهِ اِنِّيْ لَاَ عْرِفُ مِمَّا هُوَ وَ لَقَدْ رَأَيْتُهٗ اَوَّلَ يَوْمَ وُضِعَ وَ اَوَّلَ يَوْمَ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلٰى فُلَانَةِ اِمْرَأَةٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا سَهَلٌ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ اَنْ يَّعْمَلَ لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاُمِرَتْهُ فَعَمَلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هٰهُنَا-

অর্থাৎ, আবু হাযেম বিন দিনার হাদীসটি বর্ণনা করেন। কিছু লোক হযরত সাহল বিন সা'দ সা'দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু-এর খেদমতে হাযির হলেন, তাদের এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা ছিল না যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র মিম্বর শরীফ কোন কাঠের ছিল। তাঁরা হযরত সাহল বিন সা'দকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই জানি যে, তা কোন কাঠের ছিল এবং আমি এটাকে ঐ দিনই দেখেছি, যেদিন তা সর্বপ্রথম এখানে রাখা হয়েছিল, আর যেদিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক আনসারী মহিলাকে বলে পাঠালেন, (বর্ণনাকারী বলেন) হযরত সাহল মহিলাটির নামও বলেছিলেন, তুমি তোমার

(১) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৬০৮

কাঠমিস্ত্রী গোলামটিকে এটুকু সুযোগ দিও যেন সে আমার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দেয় যাতে আমি এর উপর থেকে মানুষকে ওয়াজ-নসীহত করতে পারি। ঐ মহিলাটি তাঁর গোলামকে এব্যাপারে আদেশ করলেন এবং সে গাবা অঞ্চলের ঝাউগাছ দ্বারা মিম্বর শরীফটি বানালেন এবং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামর নিকট নিয়ে আসলেন। অতঃপর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা এখানে স্থাপনের আদেশ করলেন। [২]

এ হাদীস প্রসংগে মুহাদ্দীসীনে কিরামগণ কিছু ব্যাখ্যানিম্নে আলোকপাত করেছেন–

* কাঠের এ মিম্বরটি বানানোর পূর্বে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উস্তুনে হান্নানাহ নামক খেজুর বৃক্ষের সাথে হেলান দিয়ে খুৎবাহ প্রদান করতেন। [৩]

* হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর শরীফটি ছিল মদীনা হতে নয় মাইল দূরে অবস্থিত গাবা নামক অঞ্চলের ঝাউগাছ থেকে। [৪]

* মিম্বর শরীফটি যিনি তৈরী করেন, সে মিস্ত্রীটির নাম ছিল ইয়াকুম রুমী বা সায়মুন রুমী। আর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আনসারীয়াহ সাহাবীকে আদেশ করেছিলেন তাঁর নাম আয়শা আনসারীয়াহ। আর ইয়াকুম ছিল তাঁরই গোলাম এবং কাঠ মিস্ত্রী আর তাঁর দ্বারাই মিম্বর তৈরী করতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছিলেন। [৫]

* আবু দাউদ সহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য হাদীসগ্রন্থে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর শরীফটি ৩ শিড়ি বিশিষ্ট ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। [৬]

* শিড়ীর প্রতিটি ধাপের উচ্চতা ছিল ১ বিঘত এবং দৈর্ঘ্য ছিল ১ হাত। [৭]

(২) বুখারী
(৩) মিরআত, ২য় খন্ড, পৃ-১৯৩
(৪) নুজহাতুলকারী, ২য় খন্ড, পৃ-৩৬৪
(৫) মিরআত, ২য় খন্ড, পৃ-১৯৩
(৬) আবু দাউদ, ১, মিরআত, ২য় খন্ড, পৃ-১৯৩
(৭) মিরআত, ২য় খন্ড, পৃ-১৯৪

* তবে মিম্বর শরীফের শিড়ি ৩টি না চারটি ছিল এব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কামাল আদ্ দুমাইরী শরহে মিনহাজ গ্রন্থে বলেছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর শরীফের যেখানে তিনি বসতেন এবং মুসতারাহ (আরামগাহ্) নামে যা নাম করা হয়েছে তা ছাড়াই তিনটি শিড়ি ছিল।[৮] অনুরূপ ফতোয়ায়ে শামীতেও রয়েছে। [৯]

অতএব, উল্লেখিত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, কাঠের মিম্বর রাখা সুন্নতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। খতীব বসার স্থান ব্যতীত মিম্বরে তিনটি সিঁড়ি হওয়া সুন্নত এবং প্রতিটি ধাপের উচ্চতা ১ বিঘত এবং দৈর্ঘ্য ১ হাত হবে।

তবে মিম্বরের উদ্দেশ্য হল উপস্থিত দূরে-নিকটে সকলের নিকট আওয়াজ পৌঁছে দেয়া, যেন উপস্থিত দূরবর্তী সকলে খতীবের আওয়াজ শুনতে পায় এবং খতীবকে দেখে তাই

بسبب کثرت حضار و دوری صفوف تین زینوں میں پوری نہ ہو تو زینے زیادہ کرنے کا خود ہی اختیار ہے اور بہتر عدد طاق کی مراعات فان اللہ وتر ویحب الوتر

অর্থাৎ, উপস্থিত লোকজন অনেক দূর পর্যন্ত হলে, (ইমামের আওয়াজ না শুনা গেলে এবং দেখা না গেলে) যদি তিন সিড়িতেও যথেষ্ট না হয়, তবে তা বাড়ানোর অনুমতি রয়েছে। আর সিড়িগুলোর সংখ্যা বেজোড় হওয়াই উত্তম। কেননা, আল্লাহ বেজোড় এবং বেজোড়কে ভালবাসেন। [১০]

খতীব কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ প্রদান করবে

পূর্বেই আলোক পাত করা হয়েছে যে, তিনটি সিড়ি ছাড়াই সবগুলোর উপর বসার জন্য আরো একটি তাক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বর শরীফে ছিল। যাকে মুসতারাহ বলে নাম করণ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন সিড়িতে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ পড়তেন এ সম্বন্ধে ফাতাওয়ায়ে রেজভীয়াতে রয়েছে যে–

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و سلم درجہ بالاپر خطبہ فرمایا کرتے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے پر پڑھا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے پر جب

(৮) ওফাউল ওফা, ২য় খন্ড, পৃ-৪০১
(৯) শামী, ১ম খন্ড, পৃ-৬০৮
(১০) রেজভীয়া, ৩য় খন্ড, পৃ-৭০০

زمانہ ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا آیا پھر اوپر خطبہ فرمایا سبب پوچھا گیا فرمایا اگر دوسرے پر پڑھتا لوگ گمان کرتے کہ میں صدیق کا ہمسر ہوں اور تیسرے پر تو وہم ہوتا کہ فاروق کے برابر ہوں لہذا وہاں پڑھا جہاں یہ احتمال متصور ہیں نہیں اصل سنت اول درجہ پر قیام ہے و مافعل الصدیق فکان تأدبامنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و ما فعل الفاروق فکان تأدبا مع الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما

অর্থাৎ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে উঁচু সিড়িতে (উপর থেকে প্রথম) দাঁড়িয়ে খুৎবাহ পড়তেন। সিদ্দীকে আকবর দ্বিতীয় সিড়িতে এবং ফারুকে আযম তৃতীয় সিড়িতে দাঁড়াতেন। যখন উসমান যুন্ নুরাইনের খেলাফত আমল আসল, তিনি আবার (উপর থেকে) প্রথম সিড়িতেই দাড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো, তিনি বললেন, যদি আমি দ্বিতীয়টিতে দাড়াতাম তবে লোকজন মনে করত যে, আমি সিদ্দীক আকবরের মত করছি। আর যদি তৃতীয় সিড়িতে দাঁড়াতাম তবে আপত্তি আসত ফারুকে আযমের সমান। তাই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূল সুন্নত প্রথম সিড়িতে দাঁড়িয়েই খুৎবাহ পড়ি যেখানে এরকম (আপত্তির) কোন সম্ভাবনা নেই। ছিদ্দীকে আকবর যা করেছেন তা ছিল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি আদব প্রকাশার্থে। অনূরূপ ফারুক আজম যা করেছেন তাছিল ছিদ্দিক আকবরের প্রতি আদব রক্ষার্থে। [১১]

উল্লেখিত বর্ণনার দ্বারা মিম্বরের কোথায় দাঁড়িয়ে খুৎবাহ প্রদান করবে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর এ বর্ণনার অর্থ এ নয় যে, উসমান যুন নুরাইনের ছিদ্দীক আকবর ও ফারুক আজমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। বরং কেহ যেন তা বলতে না পারে যে, তিনি ছিদ্দীক আকবরকে ভালবাসেন ফারুক আযমকে নয়। তাই ছিদ্দীক আকবরের অনুসরণ করেন অথবা তিনি ফারুক আযমকে ভালবাসেন ছিদ্দীক আকবরকে নয়, তাই ফারুক আযমের অনুসরণ করেন। এজন্যই তিনি উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রেখেই হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মূল সুন্নতের প্রতিই আমল করেছেন।

یارب العالمین تقبلنا بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم۔

(১১) রেজভীয়া, ৩/৭০০

দরগাহ্ শরীফে উদ্‌যাপিত অনুষ্ঠানাদী

❀ মহান স্রষ্টা ও সৃষ্টির ঈদ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তারিখঃ ১২ রবিউল আওয়াল (ঢাকায়)।

❀ আহলে বাইতের স্মরণে বার্ষিক ওরছে আজীম

তারিখঃ ০১ ফাল্গুন, ১৩ ফেব্রুয়ারী।

❀ শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হুসাইন ও আহলে হুসাইন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) এর স্মরণে ফাতেহা শরীফ

তারিখঃ ১০ মহররম।

❀ তাপসী মা রাবেয়া রেজভী (রহমাতুল্লাহি আলাইহা) এর ইন্তেকাল দিবসঃ ২৩ সফর, ১৪২২ হিজরী, ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৮ বাংলা, ১৮ মে, ২০০১ইং, রোজঃ শুক্রবার, জুমুআর পূর্বে

তারিখঃ প্রত্যেক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম শুক্রবার।

❀ লাইলাতুল মেরাজ, লাইলাতুল বরাত ও লাইলাতুল ক্বদরের নামাজ

তারিখঃ যথাক্রমে ২৭ রজব, ১৫ শা'বান, ২৭ রমজান।

এছাড়াও খতমে গাউছিয়া, গিয়ারভী ও বারভী শরীফসহ যথাসম্ভব ধর্মীয় অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়ে থাকে।